সনেট সমগ্র

মুখবন্ধ

বরেন্দ্রীর ঊষর-লাল জমিনে তার জন্ম। বেড়ে উঠেছেন সেই মাটির ধুলো-জল-কাদায়। জীবনের গোধূলি বেলায় এসেও সেই মাটির সোঁদা গন্ধ বহন করে চলেছেন—তিনি কবি আতাউল হক সিদ্দিকী। শৈশবে প্রকৃতি ও প্রকৃতির সন্তান সাঁওতাল, মুন্ডার কৌম সমাজ তাকে দিয়েছে জীবনের প্রথম পাঠ—সাম্য যার ভিত্তি, আর দ্রোহের আগুনে খুঁজেছেন নির্বাণের পথ। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, মানবিক বোধ, ইতিহাস সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক নিমগ্নতা তাকে মাটিলগ্ন করেছে, দিয়েছে নির্লিপ্ত সন্ত-জীবন। শত ঘাত-প্রতিঘাতের পরও তিনি আস্থা রাখেন মানুষে। যেখানে কবির আকাঙ্ক্ষা—'বিজয় পতাকা হবে সৃষ্টিধর্ম আঁকা,/বিকশিত হবে আরো মানবতা-সখ্য।'

একাধিক পরিচয় তার। শিক্ষকের পাশাপাশি প্রাবন্ধিক, গবেষক বা সুবক্তা হিসেবে সুনাম থাকলেও আতাউল হক সিদ্দিকীর প্রধানতম পরিচয় কবি। আরও বিশেষ করে বললে, সনেটকার। জীবনের প্রথমার্ধে চতুর্দশপদীর আঁটসাঁট বুনটে মুগ্ধ হয়ে সেই যে ডুব দিয়েছিলেন, সেই ঘোর আজও কাটেনি। উপরন্তু, সনেটের বাঁধাছক নিয়মে কবির সহজ সন্তরণ বুঁদ করেছে তাঁর পাঠককে। ভাবনায় হারাতে হয় কবি যখন অবলীলায় বলে চলেন, 'কখনো ঘেরাও দিলে অচলায়তনে/সাহসে বাতাস এসে ভাঙে বন্দিদশা;/এ-এক বিস্ময় ঘোর, প্রতি জনে-জনে/মানুষ হৃদয়ে মেলে জোগায় ভরসা।'

আতাউল হক সিদ্দিকী কখনোই নগরমুখী নন, কেন্দ্র তো আরও না। মহুয়াবৃক্ষ হয়ে রয়ে গেছেন প্রান্তে—কখনো তিনি 'বেপথু কীর্তনীয়া' কখনোবা 'বরেন্দ্র

বাউল'। সেখানে জীবনবোধের সৌরভ ছড়ান কাব্য-ভাষা-গানে। আবার সেই কণ্ঠেই বাজে দ্রোহের সুর। স্বদেশ ভাবনা তাকে দিয়ে বলিয়ে নেয়, 'স্বৈরাচারী কবন্ধকে ভস্ম করি তারুণ্যের আঁচে।/আমিই বুলেটবিদ্ধ রক্তাপ্লুত শহিদের লাশ—'

ইউরোপে মধ্যযুগে সনেটের প্রচলন শুরু হলেও ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড হয়ে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কাঠামোয় বাঁধা এই গীতিকাব্য প্রবেশ করে ১৮৬৬ সালে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬৫ সালে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে থাকাকালে পেত্রার্কের সনেট থেকে অনুপ্রাণিত হন এবং নিজে সনেট লেখা শুরু করেন। পরে কিছু শেক্সপিয়রীয় রীতির সনেটও লিখেছিলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রমথ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হকসহ বাংলা ভাষার অনেক উল্লেখযোগ্য কবিই চতুর্দশপদীর অষ্টক-ষষ্ঠকের বারান্দায় কাটিয়েছেন বেশ কিছু স্মৃতিময় সময়। তবে আতাউল হক সিদ্দিকীর 'সিনান' জীবনভর। সেখানে কবি জীবনসংগ্রামের সোনালি আগুনে পুড়ে শ্রাবণ বর্ষায় নির্বাণ লাভের অনুখন খুঁজে ফেরেন।—'ধূপের মতো দগ্ধরাত কবে শেষ হবে—/উড়িয়ে মেঘের পালে এসো মিলি শ্রাবণ উৎসবে।' বিক্ষুব্ধ পাঠককেও শীতল হতে সেই শ্রাবণধারায় মিলতে হয়।

কবির এই কাব্য সন্তরণে ভাব, রস, ভাষা, চিত্রকল্প বা বিস্তার-ভঙিমা একান্ত নিজের। সনেটের সুনির্দিষ্ট কাঠামোগত শৃঙ্খলায় সহজাত চলাচলে উঠে এসেছে প্রেম, দ্রোহ, প্রকৃতি ও সমাজের নানা দিক স্বীয় প্রকাশে। সেখানে আত্মপ্রকাশের অহংকার নয়, রয়েছে যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মপীড়নের গান, সেই সঙ্গে প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি। কবির কণ্ঠস্বর শিল্পিত, মার্জিত; একই সঙ্গে সুগঠিত ও ঋজু। কবির এঁকে দেওয়া যাপিতজীবনের বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণ পাঠকহৃদয়ে গভীর দাগ কাটে। সেই সঙ্গে নিজস্ব দর্শন, জীবন, মৃত্যু এবং আত্মার মুক্তি সম্পর্কিত গভীর ভাবনা পাঠককে ভিন্ন এক জগতে নিয়ে যায়। ছুঁয়ে যায় পাঠকহৃদয়। প্রথম সনেটগ্রন্থ 'বিবাগী বসন্ত বাউল যৌবন'-এর মুখবন্ধে কবি আতাউর রহমান যথার্থই লিখেছিলেন, 'আতাউল হকের সনেটের প্রকাশভঙ্গি স্নিগ্ধতায় সুন্দর—নতুন ভাষায় উপমা-রূপকে সমৃদ্ধ। আধুনিক বাংলা কবিতার সারিতে তিনি সসম্মানে গৃহীত হবেন—তাতে সন্দেহ নেই।'

আতাউল হক সিদ্দিকীর প্রকাশিত সাতটি কাব্যগ্রন্থের ছয়টিই সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতায় সমৃদ্ধ। শুরু 'বিবাগী বসন্ত বাউল যৌবন' দিয়ে, এরপর 'আমি সেই লোক', 'উড়ে যায় মরমি পাখি', 'বেপথু কীর্তনীয়া', 'বরেন্দ্র বাউল' হয়ে শেষ করেছেন 'সেই ডাকে' এসে । দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীমুখী তিনি কখনোই না। তবে লিটলম্যাগের জন্য তার জ্ঞানাশ্রম 'নিকুম্ভিলা'র দুয়ার খোলা থাকে সব সময়। ব্যক্তিগত এই পাঠাশ্রমে বইয়ের পাতায় বা লেখার টেবিলে কেটে যায় কবির বেশির ভাগ সময়। সেখানে সংখ্যা কোনো বিষয় না; কবি যখন বলে ওঠেন—'আমি ফিরি মুগ্ধমতি, তোমার সত্তার/গভীরে সিনান করি। দেখে নবজাত/অনেক রাতের তারা অনেক প্রভাত—' অথবা "ঘাতক কুঠার ফেলে চলো যাই অববাহিকায়—/বৃষ্টি চাই, নাব্যনদী অভিষিক্ত কর্দমাক্ত মাটি;/খেল-কদম্বেরশাখা ঘিরে হোক 'করম উৎসব'।" সেখানে কবি আতাউল হক সিদ্দিকীর স্বকীয়তা ঠিক চেনা যায়।

'স্বপ্নের সাধন ভুলে শহিদের জন্যে মাখি শোক,/পরাস্ত ভ্রমর নই—একজন সাধারণ লোক।' সেই 'সাধারণ লোক' কবি আতাউল হক সিদ্দিকীর 'সনেট সমগ্র' প্রকাশিত ছয়টি সনেটগ্রন্থের মলাটবদ্ধ রূপ। ২১১টি সনেট স্থান পেয়েছে এই সনেট সমগ্রে। স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থা কথাপ্রকাশের কর্ণধার জসিম উদ্দিন উদ্যোগটি নিয়ে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। প্রত্যাশা করি সনেট সমগ্রটি কবিকে নিয়ে যাবে বাংলা কবিতার বৃহত্তর পাঠকের কাছে।

সিরাজুল ইসলাম আবেদ
ঢাকা-১০০০

সূচি

বিবাগী বসন্ত বাউল যৌবন

হে মাধবী, দ্বিধা কেন	১৭	অগ্নিহোত্র	৪০
সাধারণ লোক	১৮	কিংবদন্তি	৪১
রাধিকার কুঞ্জে মন	১৯	গীতাকে	৪২
ভীরু	২০	চৈত্রের দুপুরে	৪৩
অরণ্যের ক্রন্দন	২১	কবি	৪৪
দেশ তুই	২২	বঞ্চিত	৪৫
সেইসব রূপসীর নামে	২৩	প্রেমিকার প্রতিমা	৪৬
গবেট	২৪	যুবরাজ	৪৭
ডলফিনের বঙ্গদর্শন	২৫	পরাভোগ	৪৮
ভাস্বতী	২৬	গোপনতা	৪৯
একটি জিজ্ঞাসা	২৭	চলে যাব	৫০
সামান্য খবর	২৮	জীবনান্ত	৫১
আমার নক্ষত্র তুমি	২৯	আমাকে কে নেবে ডেকে	৫২
চন্দ্রালোক	৩০	পূর্বাভাস	৫৩
নদী, তোর উপকথা	৩১	বিবাগী বসন্ত বাউল যৌবন	৫৪
বিদ্রোহী কবির প্রতি	৩২		
স্বর্ণলতা	৩৩	**আমি সেই লোক**	
সাম্প্রতিক কবিতা : শিল্পরীতি	৩৪	বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ	৫৭
কিছুই জানো না তুমি	৩৫	সীমাবদ্ধ	৫৮
অচ্ছুত	৩৬	গোপীবাগে সন্ধ্যা	৫৯
কুহেলি	৩৭	বুট	৬০
আত্মঘ্ন	৩৮	পাড়াগাঁয়ে বিদায় দৃশ্য	৬১
পতনের ঢল	৩৯	অবক্ষয়	৬২

পত্রালাপ ৬৩
গর্কি ১৯৯১ ৬৪
পৌরাণিক ৬৫
নওগাঁ জেলা ৬৬
পরকীয়া ৬৭
দুর্বোধ ৬৮
পহেলা বৈশাখ ৬৯
হালফিল ৭০
প্রশ্ন ৭১
গরমিল ৭২
চৈতন্যে রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ে নিসর্গ ৭৩
সন্ত্রাস ৭৪
স্বপ্নে বসবাস ৭৫
জীবন-নদী ৭৬
সোনালি আগুন জ্বলে ৭৭
প্রকৃতি ও জীবন ৭৮
ভূমা ৭৯
নিশীথের গান ৮০
দুর্নিরীক্ষ্য ৮১
আহ্বান ৮২
বৃক্ষ-বন্দনা ৮৩
ক্ষমতার শিল্পকর্ম ৮৪
কুহক ৮৫
বুদ্ধদেব বসু সমীপেষু ৮৬
আদিম বৈশাখ ৮৭
আমি সেই লোক ৮৮

উড়ে যায় মরমি পাখি

উড়ে যায় মরমি পাখি ৯১
মুক্তির ডাক ৯২
প্রতিবন্ধ ৯৩
বৈশাখে উচাটন ৯৪
বৃষ্টি-বন্দনা ৯৫
অনুভব ৯৬
আক্ষেপ ৯৭
তুমি তৃণমূলে ৯৮
চিরপ্রশ্ন ৯৯
ঘাই ১০০
ধীবরের গান ১০১
প্রতীক্ষা ১০২
ধর্ষিতা জননী ১০৩
পরাভূত ১০৪
পুনশ্চ ১০৫
সুখসুপ্ত ১০৬
আজন্ম কৃষক ১০৭
শ্রাবণ-গাথা ১০৮
অপজাত ১০৯
আরজি ১১০
নারীর উক্তি ১১১
অসংগতি ১১২
চিরঞ্জীব শহিদেরা ১১৩
সেই চোখ ১১৪
পদ্মদিঘি ১১৫
জলছত্র ১১৬
প্রফেসর মজিরউদ্দীন ১১৭
জীবন-ভাবনা ১১৮
আত্মকথন ১১৯
নগর-গাথা ১২০
আছি আমি ১২১
শুভ্রব্রত ১২২
অশ্রুদাহ ১২৩
পাত্র চাই না ১২৪

ঘর কৈনু পর ১২৫
মুক্তিযুদ্ধ বারবার ১২৬
বাসনা ১২৭
আবাহন ১২৮
চিঠি ১২৯
যুদ্ধবাজ ১৩০
নিমন্ত্রণ ১৩১

বেপথু কীর্তনীয়া
মানুষের কাজ ১৩৫
সে যায় ১৩৬
হাজার বছর আগে ১৩৭
নদীর নিয়তি ১৩৮
না আমি প্রেমিক তার ১৩৯
এক কবি, মৃত্যুর পরে ১৪০
শবর-কথা ১৪১
এই সময় ১৪২
মন তার পরিযায়ী পাখি ১৪৩
বৈরী প্রকৃতিতে ১৪৪
লুটেপুটে খেতে ১৪৫
ফেলে আসা রীতিনীতি ১৪৬
কবি জলচর ১৪৭
ভবিতব্য ১৪৮
নষ্ট হওয়ায় ১৪৯
অগ্নি-পরিশুদ্ধি ১৫০
বৈশাখের বঙ্গে ১৫১
জীবন-তৃষা ১৫২
পক্ষীকুলে প্রেম ১৫৩
সিডর ১৫৪
রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন ১৫৫
ভাবনারা ১৫৬
কোজাগরী ১৫৭
মেঘ ও মৃত্তিকাগাথা ১৫৮
দেশান্তরী ১৫৯
রাজশাহী আবৃত্তি উৎসবে ১৬০
সোহাগ চাঁদ ১৬১
বর্ণচোরা ১৬২
চলো যাই ১৬৩
এসেছ বৈশাখে ফিরে ১৬৪
অপেক্ষায় আছি ১৬৫
আত্মমুগ্ধ ১৬৬
পাখির স্বভাব ১৬৭
পতিসরে রবীন্দ্রনাথ ১৬৮
বিদায় আরতি ১৬৯
দিনেশ, এসো হে ফিরে ১৭০
কে ডাকে ১৭১
বেপথু কীর্তনীয়া ১৭২

বরেন্দ্র বাউল
বাঙলা ভাষা ১৭৫
হায় বৃক্ষ ১৭৬
বঙ্গে বর্ষা ১৭৭
বরিন্দা হে ১৭৮
মৌসুমির বোন ১৭৯
বিপন্নতা ১৮০
পতিসরে পঁচিশে বৈশাখ ১৮১
রাতটুকু থাকো ১৮২
বিস্মরণ ১৮৩
তার কথা ১৮৪
রাতভর বৃষ্টি হলে ১৮৫
পূর্ব-পরিচয় ১৮৬
জলপথে পতিসর ১৮৭

বরেন্দ্র স্মৃতি ১৮৮
রমণী ১৮৯
বাঙালির গৌরব ১৯০
ব্যাচলার ১৯১
লড়াকু ১৯২
রবীন্দ্র-রচনা ১৯৩
আষাঢ়স্য মেঘ-বৃষ্টি ১৯৪
বঙ্গদেশ ভঙ্গদেশ ১৯৫
লোকটা ১৯৬
প্রতীক্ষা ১৯৭
কাব্যবোধ ১৯৮
আমন্ত্রণ ১৯৯
শপথ ২০০
বৈশাখী মেলা ২০১
বাঙালি ২০২
বর্ষামঙ্গল ২০৩
বরেন্দ্র বাউল ২০৪

সেই ডাকে

সেই ডাকে ২০৭
আষাঢ়ী পূর্ণিমা-নিশি ২০৮
বঙ্গদেশ মানসপ্রতিমা ২০৯
অমর একুশে ২১০
শিষ কুড়ানির নবান হবে ২১১
রাত্রির ছলনা ২১২
বঙ্গবন্ধু ২১৩
জীবন-১ ২১৪
জীবন-২ ২১৫
রবীন্দ্রসঙ্গীত ২১৬
জিজ্ঞাসা ২১৭
গ্রহান্তরী ২১৮
বর্ষায় বৃষ্টিতে ২১৯
কৈশোর-স্মৃতি ২২০
জীবনের গান ২২১
মুক্ত দেশখান ২২২
পরমা ২২৩
কামারুজ্জামান শহিদ ২২৪
ভ্রমাচারী ২২৫
মানুষ নগণ্য নয় ২২৬
অদম্য ২২৭
জাগরূক ২২৮
প্রবঞ্চিত ২২৯
সুবিনয় চাকী ২৩০
হেমন্তের আহ্বান ২৩১
শীতে ২৩২
বিশ্বকবি ২৩৩
অভয়া ২৩৪
ছবি দেখা ২৩৫
মনে করো ২৩৬
সুনন্দা মালিথা ২৩৭
চৈত্রসংক্রান্তির দিন ২৩৮

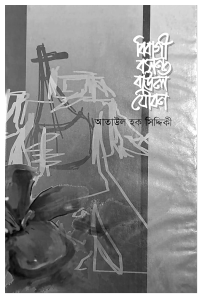

বিবাগী বসন্ত বাউল যৌবন

প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
বিদ্যাপতি, নওগাঁ
প্রচ্ছদ সারোয়ার মোর্শেদ মনন

উৎসর্গ

নিবেদিতপ্রাণ প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা
এম.এ. রকীব
শ্রদ্ধাভাজনেষু

মূল্য আটচল্লিশ টাকা মাত্র